সোলে লেগাটি ললিতা সত্যনারায়ণ খান্ডেলাওয়ালের মাধ্যমে একজন মাতাদিন সুরাজমাল রাজোরিয়া (মৃত)

বনাম

রামদ্বার মহাবীর পান্ডে (মৃত) টিএইচআর। এলআরএস। & ওআরএস। (2021 সালের 5847 নং দেওয়ানি আপিল)

21 সেপ্টেম্বর, 2021

[আর. সুভাষ রেড্ডি এবং হৃষিকেশ রয়, জেজে।]

দেওয়ানি কার্যবিধি-আপিল-দ্বিতীয় আপিল-দখলদারিত্বের অভিযোগে ঘোষণা, নিষেধাজ্ঞা এবং দখলদারিত্বের জন্য দায়ের করা মামলা
বিবাদীদের দ্বারা জমি-ট্রায়াল কোর্ট দ্বারা মামলা খারিজ-প্রথম আপিল আদালত দ্বারা অনুমোদিত ডিক্রি-বাদী দ্বারা দ্বিতীয় আপিল-হাইকোর্টের নির্দেশে, মামলা সম্পত্তি পরিমাপ করার জন্য একজন জরিপকারী/কোর্ট কমিশনার নিয়োগ করা হয়েছিল; এবং জরিপ অনুশীলন শেষ হওয়ার পরে, হাইকোর্ট দ্বারা প্রথম আপিল আদালতকে সিভিল ম্যানুয়াল-এর নিয়ম 470-এর পরিপ্রেক্ষিতে ট্রায়াল কোর্ট দ্বারা রেকর্ড করা দখলদারিত্বের ফলাফলগুলি প্রত্যয়িত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল-প্রথম আপিল আদালত ট্রায়াল কোর্টের ফলাফলগুলিকে উল্টে দিয়েছিল এবং রায় দিয়েছিল যে, কোর্ট কমিশনার দ্বারা প্রস্তুত মানচিত্র অনুসারে, বিবাদীরা দখলদারিত্ব করেছিল-এই ধরনের উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে, হাইকোর্ট সিদ্ধান্তের জন্য আইনের একটি উল্লেখযোগ্য প্রশ্ন তৈরি করেছিল। দ্বিতীয় আপিল-বাদীর দ্বিতীয় আপিল অবশ্য খারিজ হয়ে যায়-অনুষ্ঠিত হয়ঃ যদিও নীচের আদালতগুলির সমবর্তী অনুসন্ধানগুলি নিয়মিতভাবে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়, তথ্যের ভিত্তিতে, মামলা মোকদ্দমায় দ্বিতীয় দফা ছিল এবং আইনের আরেকটি উল্লেখযোগ্য প্রশ্ন ছিল দ্বিতীয়টির বিচারের জন্য হাইকোর্ট কর্তৃক প্রণী আপিল-
যাইহোক, বিতর্কিত রায়ে আইনের এই ধরনের প্রশ্নের কোনও নির্দিষ্ট ফলাফল কখনও নথিভুক্ত করা হয়নি-হাইকোর্ট বিষয়টি এড়িয়ে যায় এবং পরিবর্তে নীচের আদালতগুলির অনুসন্ধানগুলিকে এই মর্মে সমর্থন করে যে বিবাদীরা কোনও লঙ্ঘন করেনি-হাইকোর্ট আদালতের জরিপকারীর প্রতিবেদনের জন্য পরে প্রণীত আইনের প্রশ্নের উপর একটি ফলাফল রেকর্ড না করে ভুল করেছে, মামলার জমি নিয়ে
আইনি লড়াইয়ের ক্ষেত্রে-প্রাসঙ্গিক দিকের সিদ্ধান্ত ছাড়াই যা বিরোধের মূলে যায়, বিতর্কিত রায়টি আইনের যাচাই-বাছাইয়ে ব্যর্থ হয়-বিষয়টি হাইকোর্টের কাছে ফেরত পাঠানো হয় বিবেচনা করার জন্য এবং হাইকোর্ট নিজেই প্রণীত আইনের উল্লেখযোগ্য প্রশ্নের উপর একটি ফলাফল প্রদান করার জন্য।

মাতাদিন সুরাজমাল রাজোরিয়া (ডি) টিএইচআর। সোল লেগাটি ললিতা সত্যনারায়ণ233

খান্ডেলাওয়াল বনাম। রামদ্বার মহাবীর পান্ডে (ডি)

আপিল মঞ্জুর করে আদালত

বিষয়টি এড়িয়ে যান এবং পরিবর্তে নীচের আদালতের অনুসন্ধানগুলিকে এই মর্মে সমর্থন করেন যে বাদী জমিটি কেনার পরে বিবাদীরা কোনও জবরদখল করেনি। 28.12.1995 প্রদর্শনী 47 বিক্রয় দলিলের অধীনে। উপসংহারে বলা হয়েছে দ্বিতীয় আপিলটি তাই 2.5.2018-এর উপর আদালত নিজেই প্রণীত আইনের উল্লেখযোগ্য প্রশ্নের উপর কোনও স্বাধীন সিদ্ধান্ত থেকে বঞ্চিত ছিল। অতিরিক্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় অনুসন্ধানের সাথে, অন্য পক্ষের পক্ষে একটি বিপরীত উপসংহার, দ্বিতীয় আবেদনে সম্পূর্ণরূপে বাতিল করা যায় না। এটি বিশেষভাবে আসামীদের দখলকৃত এলাকা এবং তাদের দুটি বিক্রয় চুক্তির আওতায় থাকা ছোট এলাকার মধ্যে অসামঞ্জস্যের কারণে এটি সম্ভব হয়েছে। নতুন প্রমাণের পরিপ্রেক্ষিতে, বাদীর বিক্রয় দলিল-এ উল্লিখিত নির্দিষ্ট কিছু জমি প্রতিবাদী দখলের দিকটিও অবশ্যই আদালতের সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে। আদালত কর্তৃক নিযুক্ত জরিপকারী। [অনুচ্ছেদ 10] [237-ই-এইচ]

1.2। আদালত একটি ফলাফল রেকর্ড না করে ভুল কর আদালতের জরিপকারীর প্রতিবেদনের জন্য পরে প্রণীত আইনের প্রশ্ন, মামলা জমি নিয়ে আইনি লড়াইয়ের জন্য। বিতর্কের মূলে যাওয়া প্রাসঙ্গিক দিকের সিদ্ধান্ত ছাড়া, বিতর্কিত রায় এফ আইনের যাচাই-বাছাইয়ে ব্যর্থ হয়। [অনুচ্ছেদ 11] [238-এ-বি]

2. মামলাটি হাইকোর্টে ফেরত পাঠানো হয়েছ হাইকোর্টের দ্বারা প্রণীত আইনের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি বিবেচনা করুন এবং একটি সিদ্ধান্ত প্রদান করুন। মামলার দীর্ঘ বিচারাধীনতা এবং সীমাবদ্ধ হেফাজতের বিষয়টি বিবেচনা করা হচ্ছে, হাইকোর্ট দ্বিতীয় আপিলের দ্রুত নিষ্পত্তি করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। [অনুচ্ছেদ 12] [238-সি]

সিভিল অ্যাপেললেট জুরিশনঃ 2021 সালের দেওয়ানি আপিল No.5847।

সুপ্রিম কোর্টের প্রতিবেদন

হাইকোর্টের 14.08.2018 তারিখের রায় ও আদেশ থেকে

2013 সালের দ্বিতীয় আপিলে বোম্বে, নাগপুর বেঞ্চ, নাগপুরের বিচারিক আদাল এস. রঞ্জন রেড্ডি, সিনিয়র অ্যাড. , ডি. অভিনব রাও, আইনজীবীরা। আবেদনকারীর জন্য।

ভি. কে. শুক্লা, সিনিয়র অ্যাড. , শ্রীমতি তরুণা অর্ধেন্দুমৌলি প্রসাদ, রোহিত পান্ডে, বরাদ দ্বিবেদী, বৈভব মহেশ্বরী, শ্রীমতি বৈশালী সিং, প্রভু সিং, গৌরব চৌধুরী, সুহাস কুমার কদম মেসার্স ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট সলিসিটরস, আইনজীবীরা। উত্তরদাতাদের জন্য।

আদালতের রায় প্রদান করা হয়েছিল

হৃষিকেশ রয়, জে. ।। আবেদনকারীর পক্ষে সিনিয়র কৌঁসুলি জনাব এস. রঞ্জন রেড্ডির বক্তব্য শুনেছি। বিবাদীদের (বিবাদীদের) প্রতিনিধিত্ব করছেন প্রবীণ আইনজীবী শ্রী ভি. কে. শুক্লা।

2. লিভ মঞ্জুর করা হয়েছে। আপিলকারী এখন (তার দ্বারা প্রতিনিধিত্ব কছে কন্যা) রামদ্বার মহাবীর পান্ডে এবং সুদামাদেবী নামে দুই আসামীর দ্বারা দখলদারিত্বের অভিযোগ এনে 2003 সালে দেওয়ানি মামলা দায়ের করেন। পান্ডে। মামলায় বাদীর যুক্তি ছিল যে 28.12.1995-এ, তিনি অমরাবতীর পৌর সীমার মধ্যে সার্ভে ই No.25-এর কাছ থেকে জমি (পরিমাপ। হেক্টর 62 একর) কিনেছিলেন। বিক্রয় দলিলটি (প্রদর্শনী 47) বাদীর নিবন্ধিত পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি হোল্ডারের মাধ্যমে কার্যকর করা হয়েছিল এবং এতে নির্দিষ্ট করা হয়েছিল যে ক্রয়কৃত জমির একটি অংশ রাধওয়ার পান্ডে এবং সুদামাদেবী পান্ডে দখল করেছেন। বাদীর মতে, তিনি তাঁর জমি 23.11.2002-এ পরিমাপ করেন এবং জানতে পারেন যে বিবাদী নং। । প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল দক্ষিণ দিক থেকে 35 আর পর্যন্ত দখল যেখানে বিবাদী নং। 2 (আসামী নং 1) এর সাথে সম্পর্কিত, তার জমির একই দক্ষিণ দিক থেকে প্রায় 3 আর জমি দখল করেছিল। উভয় আসামীকে বাদী এবং তার দ্বারা তাদের দখল অপসারণ করতে বলা হয়েছি মেয়ে কিন্তু আসামীরা হাল ছাড়েনি। তদনুসারে, মামলা জি ঘোষণা, নিষেধাজ্ঞা এবং দখলের জন্য দায়ের করা হয়েছিল।

3. লিখিত বিবৃতিতে আসামী নং। । 17.04.1969 (এক্সবিটি) তারিখের বিক্রয় দলিলের ভিত্তিতে তাঁর দখলকৃত এলাকার মালিকানা দাবি করা হয়েছে। 66) একজন বিট্ঠলরাও নানওয়াটকর দ্বারা মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। একইভাবে, বিবাদী নং। 2 শান্তাবাই জয়সওয়াল নামে এক ব্যক্তির দ্বারা সম্পাদিত 02.11.1977 (Art.A) তারিখের বিক্রয় দলিলের ভিত্তিতে তিনি তাঁর অধিকৃত এলাকার মালিকানা দাবি করেন। দ্য.

খান্ডেলাওয়াল বনাম। রামদ্বার মহাবীর পান্ডে (ডি) [হৃষিকেশ রায়, জে।]

বিবাদীরা আরও যুক্তি দিয়েছিলেন যে, মেসার্স এডুলজি দোতিমাল জিনিং এবং এ প্রেসিং ফ্যাক্টরি লিমিটেড এর আগে 1979 সালের দেওয়ানি মামলা দায়ের করেছিল।। রামদ্বার মহাবীর পান্ডে 7798 বর্গফুট পর্যন্ত কথিত দখল অপসারণের জন্য। কিন্তু মেসার্স এডুলজি দোতিমালের উক্ত মামলাটি খারিজ করে দেওয়া হয় এবং আসামীরা নিরবচ্ছিন্নভাবে দখল অব্যাহত রাখে। তদনুসারে বাদীকে ত্রাণ প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল।

4. আসামীদের পক্ষে রায় দেওয়ার ভিত্তি ছিল কারণ ক্রয়ের সময় বাদী জানতেন যে 1969 সাল থেকে ক্রয় করা জমির কিছু অংশ দুই আসামীর দখলে ছিল। শেখা বিচার বিচারক রায়ে উল্লেখ করেছেন যে বাদী বিবাদীদের দ্বারা পরিকল্পিত দখলদারিত্ব নির্দেশ করে এমন কোনও স্কেচ মানচিত্র সংযুক্ত করতে ব্যর্থ হয়েছেন। ত্রাণ প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পরে, বাদী 2008 সালের দেওয়ানি আপিল দায়ের করেন কিন্তু বিদ্বান আপিল আদালত ট্রায়াল কোর্টের ডিক্রি সমর্থন করে, ডি আসামীদের পক্ষে। আদালত উল্লেখ করেছে যে বাদীদের নামে পূর্বসূরীর অনুমতি নিয়ে বিবাদীরা বসবাস করছে এবং বিতর্কিত এলাকার অধিকারী এবং তাই তাদের দখলদার হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা যায় না।

5. উপরের বিষয়টি ই বাদী কর্তৃক 2013 সালের দ্বিতীয় আপিল No.297-এর দিকে পরিচালিত করে। হাইকোর্ট উক্ত কার্যধারায় মামলা সম্পত্তি পরিমাপের জন্য একজন জরিপকারী নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিল, যেমনটি প্রতিদ্বন্দ্বী মামলাকারীদের দ্বারা নির্ভর করা সংশ্লিষ্ট বিক্রয় দলিলগুলিতে বর্ণিত হয়েছে। 7.6.2016 তারিখের আদেশে, হাইকোর্ট বিক্রয় দলিলের ভিত্তিতে পরিমাপ করার পরে (47,66 প্রদর্শন করে) বিবাদীদের দ্বারা করা দখলদারিত্বের অভিযোগের ভিত্তিতে ট্রায়াল কোর্টের মাধ্যমে একটি অনুসন্ধানের আহ্বান জানিয়েছে, যার পরে একজন অমল গিরিকে মামলা সম্পত্তির যৌথ পরিমাপের জন্য সার্ভেয়ার/কোর্ট কমিশনার হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছিল। কোর্ট কমিশনার সার্ভে নং-এ 28.11.2016-এ সাইটটি পরিদর্শন করেছেন। 25/4 মহসালা গ্রামে এ পক্ষগুলির উপস্থিতিতে পরিমাপের মানচিত্র (প্রদর্শনী 131) প্রস্তুত করা হয়। সার্ভেয়ারকে আদালতে 5.7.2017-এ পরীক্ষা করা হয়েছিল এবং তার জি ক্রস-পরীক্ষায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি পাওয়া গিয়েছিলঃ

66 .....এটা বলা ঠিক যে, মানচিত্র অনুসারে, বাকি 38টি জমি সুদামাদেবীর দখলে রয়েছে।। জমি মানে 1076 বর্গ কিলোমিটার। এফটি। 38 কৃষি জমি মানে 40888 বর্গ কিলোমিটার। এফটি এলাকা। Exh.66-এর বিক্রয় দলিল অনুযায়ী, সুদামাদেবী পান্ডে 2000 টাকার মালিক।

সুপ্রিম কোর্টের প্রতিবেদন

বর্গক্ষেত্র। এফটি। মানচিত্রে সবুজ রঙে হাইলাইট করা জমিটি হল সুদামাদেবী পাণ্ডের অধিকার। মানচিত্রের উত্তর দিকে এন. এম. এল. কে অক্ষর সংলগ্ন গোলাপী রঙের জমি যদি সবুজ রঙের জমি থেকে পরিমাপ করা হয় তবে এটি 2000 বর্গ কিলোমিটার হয়। এফটি। একইভাবে, যদি উক্ত রঙের নীচের দিকটি সবুজ রেখার সাথে যুক্ত হয়
পশ্চিম দিকে, এটি 2000 বর্গকিলোমিটারে আসবে। এফটি। মনে হয়, জমি Exh-এর মানচিত্রে। 31 গোলাপী রঙে দেখানো জমির দক্ষিণ দিকে উত্তর দিকে দখল করা জমি রয়েছে। ম্যাপ এক্স-এ দেখানো ছয়জন ব্যক্তি। 31 পরিমাপের সময় উপস্থিত ছিলেন। "

6. হাইকোর্ট, সি জরিপের সমাপ্তির বিষয়ে অবহিত হওয়ার পরে, 22.2.2018-এ আপিল আদালতকে দেওয়ানি ম্যানুয়াল-এর নিয়ম 470-এর পরিপ্রেক্ষিতে ট্রায়াল কোর্ট কর্তৃক রেকর্ড করা দখলদারিত্বের উপর 7.6.2016 ফলাফলগুলি প্রত্যয়িত করার নির্দেশ দেয়। উভয় পক্ষকে আদেশের জন্য আপিল আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। ব্যায়াম করুন। এই নির্দেশ অনুসরণ করে, প্রথম আপিল আদালত 'ডি' বিষয়টি বিবেচনা করে এবং 'আইডি' তারিখের তার আদেশের মাধ্যমে বিচার আদালতের অনুসন্ধানগুলি বিপরীত করে এবং রায় দেয় যে, আদালত কমিশনার দ্বারা প্রস্তুত মানচিত্র অনুসারে, বিবাদীরা 38 আর (40888 বর্গফুট) পরিমাপের জমি দখল করেছে। এই ধরনের উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে, হাইকোর্ট 2.5.2018-এ নিম্নলিখিত বিষয়গুলি প্রণয়ন করেছে দ্বিতীয় আপিলের সিদ্ধান্তের জন্য আইনের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নঃ - "
সার্ভেয়ার নিয়োগ এবং বর্তমান মামলায় পরিমাপ সম্পাদনের জন্য এই আদালতের নির্দেশ অনুসরণ করে আপিল আদালত কর্তৃক প্রদত্ত 10.04.2018 তারিখের আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে, নীচের দুটি আদালত দ্বারা প্রদত্ত সমবর্তী ফলাফলগুলি টেকসই কিনা?

7. তবে বাদীর দ্বিতীয় আপিল খারিজ করা হয় এবং সেই অনুযায়ী আসামীদের পক্ষে বিতর্কিত রায়কে এই আবেদনে চ্যালেঞ্জ করা হয়।

8. আবেদনকারীর পক্ষে বিদ্বান প্রবীণ কৌঁসুলি শ্রী এস. রঞ্জন জি রেড্ডি জমা দিয়েছেন যে হাইকোর্ট যথাযথভাবে পরিমাপের মানচিত্র (প্রদর্শনী 131) এবং আদালত নিযুক্ত সার্ভেয়ারের জবানবন্দি বিবেচনা করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং এর ফলে একটি ভুল অনুসন্ধান প্রদান করেছে যা উত্তরদাতাদের-বিবাদীদের দ্বারা দখলদারিত্বকে উপেক্ষা করে। আবেদনকারীর মতে, 28.12.1995 (প্রদর্শনী 47) তারিখের বাদীর বিক্রয় দলিলের আবৃত্তি আদালত দ্বারা ভুলভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল। এটি এইচ কৌঁসুলির বক্তব্য যে আদালতের উচিত ছিল এই সত্যটি বিবেচনা করা যে বিবাদী মাতাদিন

সোল লেগাটি ললিতা সত্যনারায়ণ

খান্ডেলাওয়াল বনাম। রামদ্বার মহাবীর পান্ডে (ডি) [হৃষিকেশ রায়, জে।]

সংশ্লিষ্ট বিক্রয় দলিলের ভিত্তিতে দাবি (তারিখ 17.04.1969 এবং এ 2.11.1977) বিবাদী দখলদারিত্বের অধীনে জমির সাথে মেলে না। দখল করা এলাকার পরিমাপ 38 আর (40,888 বর্গফুট) যেখানে এটি বিবাদীদের দ্বারা নির্ভরযোগ্য বিক্রয় দলিলগুলিতে উল্লিখিত জমির পরিমাণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এইভাবে, এটি যুক্তি দেওয়া হয় যে আদালতের জরিপকারীর সিদ্ধান্তকে যথাযথ বিশ্বাসযোগ্যতা দেওয়া উচিত ছিল যে বিবাদীরা অতিরিক্ত জমির অবৈধ দখল রয়েছে।

9. অন্যদিকে, সিনিয়র কাউন্সেল শ্রী ভি. কে. শুক্লা ট্রায়াল কোর্ট, আপিল কোর্ট এবং হাইকোর্টের পক্ষ থেকে বিবাদীদের পক্ষে সমবর্তী ফলাফলের কথা উল্লেখ করেছেন এবং যুক্তি দিয়েছেন যে বর্তমান তথ্যে আপিলটি এই আদালত দ্বারা গ্রহণ করা উচিত নয়। বিবাদীদের জন্য, কৌঁসুলি বাদীর বিক্রয় দলিল (প্রদর্শনী 47) উল্লেখ করে উল্লেখ করেন যে বিক্রয় দলিল নিজেই বাদী দ্বারা কেনা জমিতে দুই বিবাদীদের দখলে থাকা এলাকাটি বিশেষভাবে উল্লেখ করেছে। সুতরাং এটি যুক্তি দেওয়া হয় যে বিক্রয় দলিলের (প্রদর্শনী 47) ভিত্তিতে বাদীর বিক্রয় লেনদেনের আগে থেকে আসামীদের দখলে থাকা অঞ্চলগুলিতে কোনও বৈধ দাবি থাকতে পারে

10. প্রতিদ্বন্দ্বী কৌঁসুলির উত্থাপিত যুক্তি বিবেচনা করা হয়েছে। যদিও নীচের আদালতগুলির সমবর্তী অনুসন্ধানগুলি নিয়মিতভাবে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়, এটি দেখা যায় যে মামলা মোকদ্দমায় দ্বিতীয় দফা ছিল এবং দ্বিতীয় আপিলের বিচারের জন্য ই হাইকোর্ট দ্বারা আইনের আরেকটি উল্লেখযোগ্য প্রশ্ন প্রণয়ন করা হয়েছিল। তবে, বিতর্কিত রায়ে আইনের এই ধরনের প্রশ্নের কোনও নির্দিষ্ট ফলাফল কখনও নথিভুক্ত করা হয়নি। বিদ্বান বিচারক বিষয়টি এড়িয়ে যান এবং পরিবর্তে নীচের আদালতের অনুসন্ধানগুলিকে এই মর্মে সমর্থন করেন যে বাদী প্রদর্শনী 47 বিক্রয় দলিলের অধীনে এফ 28.12.1995-এ জমি কেনার পরে বিবাদীরা কোনও দখল করেনি। দ্বিতীয় আপিলের উপসংহারটি তাই কোনও স্বাধীন সিদ্ধান্ত থেকে বঞ্চিত 2.5.2018-এ আদালত নিজেই প্রণীত আইনের যথেষ্ট প্রশ্ন। অতিরিক্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় অনুসন্ধানের সাথে, অন্য পক্ষের পক্ষে একটি বিপরীত উপসংহার, দ্বিতীয় আবেদনে সম্পূর্ণরূপে বাতিল করা যায় না। জি। বিবাদীদের দখলকৃত এলাকা এবং তাদের দুটি বিক্রয় চুক্তির আওতায় থাকা ছোট এলাকার মধ্যে অসামঞ্জস্যের কারণে এটি বিশেষভাবে সম্ভব। বাদী কর্তৃক নিযুক্ত আদালত কর্তৃক উত্থাপিত নতুন প্রমাণের পরিপ্রেক্ষিতে, নির্দিষ্ট কিছু জমির প্রতিবাদী দখলের দিকটি, বাদীর বিক্রয় চুক্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে, অবশ্যই আদালতের সাথে বিবেচনা করা উচিত জরিপকারী।

11. উপরোক্ত বিষয়গুলি আমাদের এই রায় দিতে প্ররোচিত করেছে যে, হাইকোর্ট ভুল করেছে পরে প্রণীত আইনের প্রশ্নের উপর কোনও অনুসন্ধান নথিভুক্ত না করা, আদালতের জরিপকারীর প্রতিবেদনের জন্য, মামলা জমি নিয়ে আইনি লড়াইয়ের জন্য। বিতর্কের মূলে যাওয়া প্রাসঙ্গিক দিকের সিদ্ধান্ত ছাড়া, আমাদের মূল্যায়নের বিতর্কিত রায় আইনের তদন্তে ব্যর্থ হয়।

12. অগ্রগতির পরিপ্রেক্ষিতে, আমরা বম্বে হাইকোর্ট, নাগপুর বেঞ্চ দ্বারা দ্বিতীয় আপিল নং 1-এ পাস করা 14.8.2018 তারিখের রায়টি বাতিল করে দিই। 297 / 2013 . বিদ্বান বিচারপতির দ্বারা 2.5.2018-এ প্রণীত আইনের উল্লেখযোগ্য প্রশ্নের উপর একটি সিদ্ধান্ত বিবেচনা ও উপস্থাপনের জন্য বিষয়টি হাইকোর্টের কাছে ফেরত পাঠানো হয়। সেই অনুযায়ী আদেশ দেওয়া হয়। মামলার দীর্ঘ বিচারাধীনতা এবং সীমাবদ্ধ রিমান্ডের পরিপ্রেক্ষিতে, হাইকোর্টকে এই আদেশ প্রাপ্তির ছয় মাসের মধ্যে দ্রুত এবং বিশেষত দ্বিতীয় আপিলের সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

13. তদনুসারে খরচের উপর কোনও আদেশ ছাড়াই আপিল অনুমোদিত হয়।

আপিল অনুমোদিত।

বিভূতি ভূষণ বোস

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায়বো ঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়ো গের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।